তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময়

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ- ৩৭

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৫৫.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	৫
চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৬
পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৪
মূল বিষয়	২৫
তাওবা কবুলের শেষ সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৫
তাওবাসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে বিপথে নেওয়ার ইবলিসী ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস বিষয়ে কুরআনে থাকা ভবিষ্যদ্বাণী	২৬
তাওবা (توبة) শব্দের আভিধানিক অর্থ	৩২
তাওবার বিধান রাখার উদ্দেশ্য	৩২
তাওবার উদ্দেশ্য জানা ও মানার সাথে তাওবা কবুল হওয়ার সম্পর্ক	৪২
মানব জাতির করা প্রথম তাওবা এবং তা থেকে শিক্ষা	৪৬
তাওবা সম্পর্কিত আল কুরআনের অন্য কিছু আয়াতের বক্তব্য	৪৮
কুরআন থেকে তাওবা কবুল হওযার শেষ সময় জানার নীতিমালা	৫১
তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময়	৫২
• Common sense	৫২
• আল কুরআন	৫৩
• চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস	৬০
তাওবা সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য	৬৩
শেষ কথা	৬৪

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'তাওবা' মুসলিমদের অতি পরিচিত, গুরুত্বপূর্ণ ও মহা কল্যাণময় একটি শব্দ। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে যে কথা প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে তা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী সঠিক নয়। ভুল কথাটি চালু হয়েছে একটি হাদীসের 'গরগরা' শব্দের ভুল ব্যাখ্যার কারণে। আর এর ফল স্বরূপ-

১. তাওবার কল্যাণে মুসলিম সমাজে যে সুখ, শান্তি ও প্রগতি উপস্থিত থাকার কথা ছিল তার কিছুই উপস্থিত নেই।

২. অসংখ্য মুসলিম চিরকাল জাহান্নামে থাকার আমলনামা নিয়ে পরকালে পাড়ি দিচ্ছে।

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো, মৃত্যু আসা বা ঘটার পূর্বের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না। তাই, তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় থেকে মূল শিক্ষা হলো- মানুষকে তাওবার মাধ্যমে সকল কবীরা গুনাহ (বড়ো গুনাহ) মাফ করিয়ে নিয়ে কবীরা গুনাহ মুক্ত থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে যেতে পারে। আর মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা কবুল হবে না।

পুস্তিকাটি মুসলিমদের তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিতে এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের দুনিয়া ও পরকালীন জীবন সুখময় করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১টি অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু' টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু' টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, সুরা আন-নিসা/ ৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল-কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল-কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রসূল মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের

তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সে সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবকটি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।' (ড. হুসাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে।

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আল হাক্কাহ-এর ৪৪-৪৭ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬)

নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই

মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।
(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী

দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচখানি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা

জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের আয়াত গুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا, فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা **'ইলহাম'** নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের

বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়।

তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ : الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম- হে রসূলুল্লাহ (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর-১৭২১৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির ‘যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে’ বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের সপ্তম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে ‘মুসনাদে আহমদ’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু’মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ‘যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে’ অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির ‘যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু’মিন’ অংশ থেকে জানা যায়- মু’মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ

করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর **কিয়াস** হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে '**ইজমা**' (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে '**কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো-

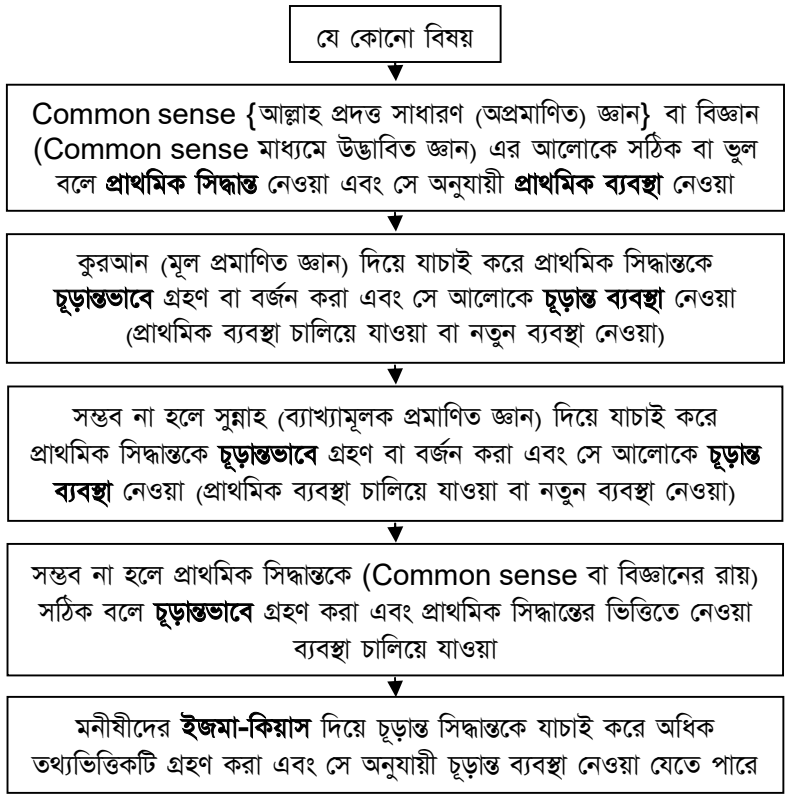

মূল বিষয়

'তাওবা' ইসলামের গুনাহ মাফ হওয়ার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। এ শব্দটি শুনেননি এমন মুসলিম পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মহান আল্লাহ যে মানুষের জন্য পরম দয়ালু ও করুণাময় 'তাওবা ব্যবস্থা' তার একটি প্রমাণ। তাওবা নিয়ে ছোট বড়ো অনেক বই মুসলিম সমাজে আছে। তবে তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে মুসলিম সমাজে মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত আছে। আর এর ফলে সমাজ ও ব্যক্তির যে ক্ষতি হচ্ছে তা হলো-

১. তাওবা কবুলের জন্য অনেক সময় হাতে আছে মনে করে মানুষ বড়ো বড়ো অপরাধ (গুনাহ) করে যাচ্ছে। ফলে মুসলিম সমাজ অশান্তিময় হচ্ছে।

২. ভুল সময়ে তাওবা করা বা করানোর কারণে অসংখ্য মুসলিমের আমলনামায় বড়ো গুনাহ থেকে যাচ্ছে। ফলে ব্যক্তি মুসলিমের পরকালীন জীবন ধ্বংস হচ্ছে।

তাই তাওবা কবুলের শেষ সময় সম্বন্ধে সঠিক তথ্যটি জাতির সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতার কল্যাণের বিষয়ে ভূমিকা রাখাই এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

তাওবা কবুলের শেষ সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

মুসলিম সমাজে দেখা যায়- মৃত্যুর আগে যখন গলায় গরগর শব্দ হয় তখন তাওবা পড়ানোর জন্য অতিদ্রুত একজন মৌলভী, মাওলানা বা ইমাম সাহেবকে ডেকে আনার জন্য কাউকে পাঠানো হয়। আর মৌলভী, মাওলানা বা ইমাম সাহেব এসে তাকে তাওবা পড়ান। তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় যে এটি, তা পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম জানে, বিশ্বাস করে ও মানে।

তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া ও গ্রহণযোগ্য হওয়া এ ধারণার উৎস হলো একটি হাসান হাদীসের 'গরগর' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা কুরআন, হাদীস, Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

তাওবাসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে বিপথে নেওয়ার ইবলিসী ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস বিষয়ে কুরআনে থাকা ভবিষ্যদ্বাণী

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, মূল ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ের তথ্যসম্বলিত মঞ্চায়িত চমৎকার এক জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। জীবন্তিকাটি মঞ্চায়িত হয়েছে আল্লাহর শাহী দরবারে মানুষ দুনিয়ায় পাঠানোর আগে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলো মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায়। আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে আছে। সহজে বোঝানোর জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে মঞ্চায়ন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বইগুলোতে জীবন্তিকার শিক্ষাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র 'ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স'-এ বিষয়গুলো ক্লাস নিয়ে শেখানো হয়।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে।

মঞ্চায়ন স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন :

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানব জাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.)
৩. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান

জীবন্তিকাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআনসহ সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত থাকা মানব জাতির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা' (গবেষণা সিরিজ-৩৯)। এখানে ইবলিসের ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাসের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো-

- **ইবলিসের কথা**

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৬)

প্রচলিত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন, সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া **সরল সঠিক পথে** তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

প্রকৃত অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন, সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া **স্থায়ী পথে** তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

স্থায়ী পথ আর সরল সঠিক পথের শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সরল সঠিক পথ হলো সে পথ- যেটি সহজ। এ বিষয়টি জানানোর জন্য আল কুরআনে অন্য শব্দ ও আয়াত আছে। যেমন-

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ : অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় **সহজ** করা হয়েছে, আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে।

(সূরা মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

মানব জাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথের সংজ্ঞা-

প্রথমে আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনীর শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া।

তারপর সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্য সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা।

অতঃপর অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্য থাকবে- সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান,

প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদি।

- **ইবলিসের কথা**

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

এ সংলাপের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

'আমি (ইবলিস শয়তান) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-*** ইবলিস মানবজাতীকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে। ইসলাম থেকে দূরে সরানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো- জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে যা ঘটে-

১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করবে, সে ভুল জ্ঞান অর্জন করবে।
২. যে যতো বেশি জ্ঞান অর্জন করবে তথা উচ্চতর পড়া-শুনা করবে, সে ততো বেশি ভুল জ্ঞান অর্জন করবে।

এর ফল স্বরূপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানব জীবনে অশান্তি।

তাই, এ সংলাপটির মূল শিক্ষা হলো- ইবলিস চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করে মানব জাতীকে আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর যে কাজটি করবে তা হলো, জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। বাস্তবে আজ এটিই ঘটেছে।

'আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা*** **:** আল্লাহর শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষ তিনভাগে বিভক্ত-

১. শোকর আদায় না করা মানুষ।
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. কল্যাণ/উপকার উপলব্দি করা বা জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

ইবলিস তৈরি হতে বাধা দেবে- কল্যাণ/উপকার জেনে বা উপলব্ধি করে কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ। কারণ, এ ধরনের মানুষ ইসলামের করণীয় বিষয়গুলোর কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অকল্যাণ জানে। তাই, এদেরকে ইবলিস ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিতে পারবে না।

- **জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)**

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর, লজ্জাস্থান যা তাদের পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করা (এবং অন্যভাবে কষ্ট দেওয়ার) জন্য, শয়তান তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো আর বললো- তোমরা দুজনে ফেরেশতা কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

এ সংলাপের বিভিন্ন শিক্ষা

শিক্ষা-১

'অতঃপর, লজ্জাস্থান যা তাদের পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা উন্মুক্ত করা (এবং অন্যভাবে ক্ষতি করার) জন্য, শয়তান তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-*** শয়তানের কথা বিশেষ করে লজ্জাস্থান সম্পর্কিত কথা মানলে মানব সভ্যতার ব্যাপক ক্ষতি হবে। বর্তমান যুগের AIDS এ তথ্যের সত্যতার একটি বড়ো প্রমাণ।

শিক্ষা-২

'শয়তান তাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস করলো এবং বললো- তোমরা দুজনে ফেরেশতা কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে, তাই তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন' ***অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-*** এ সংলাপের মাধ্যমে ইবলিসের ষড়যন্ত্রের মূল পদ্ধতি এবং তার স্তর বিন্যাস কী হবে তা জনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে পদ্ধতি ও স্তর বিন্যাস হলো-

প্রথম স্তর : আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ তথ্যসন্ত্রাস করা।

দ্বিতীয় স্তর : সে ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যার গায়ে কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব/কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জান্নাত ইত্যাদির মোড়ক লাগিয়ে প্রচার করা।

তথ্যসন্ত্রাসের কারণে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অনুবাদ : আর ফিতনা (অপপ্রচার বা ভুল তথ্য) হত্যার চেয়ে অনেক বেশি (ক্ষতিকর বিষয়)।

(সুরা বাকারা/২ : ১৯১)

শিক্ষা-৩

বাস্তব ঘটনা তথা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে শেখানো, বোঝনো বা ব্যাখ্যা করা' পদ্ধতির শিক্ষা-

পূর্বের সংলাপের মাধ্যমে ইবলিস- কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেবে, মানুষকে নিয়ে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র করবে ইত্যাদি কথাগুলো তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়েছে। আর জীবন্তিকার এটি ও পরের বিষয়টির মাধ্যমে ঐ তাত্ত্বিক কথাগুলো বাস্তব ঘটনা তথা সত্য উদাহরণের মাধ্যমে শেখানো হয়েছে।

তাই, এখান থেকে শিক্ষা হলো- কুরআন বোঝানো বা ব্যাখ্যা করার প্রধান মাধ্যম আরবী ব্যাকরণ নয়। বরং তা হলো সত্য উদাহরণ।

- **জীবন্তিকার পরবর্তী সংলাপ- ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)**

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

অনুবাদ : আর সে তাদের দু'জনের কাছে (আল্লাহর নামে) কসম করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২১)

এ সংলাপের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

ইবলিস (ও তার দোসররা) আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করানোর জন্য শুধু কল্যাণের মোড়ক লাগিয়ে ক্ষান্ত হবে না। সে তার ব্যক্তি সত্তাকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দু'টি কাজ করবে-

১. নিজেকে ভীষণ পরহেজগার/মুত্তাকী বলে ধারণা দেওয়ামূলক কথা বলবে বা অবয়ব নিয়ে হাজির হবে। যেমন-

ক. আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলা।

খ. দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, বিশেষ ধরণের পোশাকসহ উপস্থিত হওয়া।

গ. আল্লামা, মুহাক্কীক, মাওলানা, পীর, বুজর্গ, কামিল ইত্যাদি খেতাবসহ উপস্থিত হওয়া।

ঘ. বিলাতী, মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দেওবন্দী ইত্যাদি ডিগ্রীসহ উপস্থিত হওয়া।

২. নিজেকে মানুষের বড়ো কল্যাণকামী বলে পরিচয় দেওয়া। যেমন-

ক. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসক, ইন্জিনিয়ার ইত্যাদি।
(বিদেশী ডিগ্রী হলে সুবিধা অধিক)

খ. মানবতাবাদী, সমাজকর্মী, গরীবের বন্ধু ইত্যাদি।

- **জীবন্তিকার পরবর্তী বিষয়- আল্লাহ তা'য়ালার কথা এবং আদম ও হাওয়া (আ.)-এর কাজ**

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ

অনুবাদ : অতঃপর শয়তান ষড়যন্ত্র করে তাদের উভয়কে (গাছটির বিষয়ে) স্খলিত করলো এবং তারা যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৬)

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ

অনুবাদ : এভাবে সে (ইবলিস) তাদেরকে ধোঁকার মাধ্যমে অধঃপতিত করলো। অতঃপর যখন তারা সেই গাছের (ফলের) স্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২২)

এ সংলাপ থেকে শিক্ষা

এ সংলাপ থেকে জানা যায়- ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকার কাছে মানব জাতির আদি পিতা ও মাতা হেরে যান এবং তারা উভয়েই গাছটির কাছে যান এবং তার ফল খান।

♣♣ তাওবার বিষয়েও ইবলিস ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস করে জাতিকে মৌলিক ভুল তথ্য গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছে। তাই, তাওবা নামক বিষয় বা আমলটির মহাকল্যাণ থেকে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ আজ বঞ্চিত হচ্ছে।

তাওবা (تَوْبَة) শব্দের আভিধানিক অর্থ

প্রাচ্যবিদ মিলটন কাওয়ানের বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধান A Dictionary of Modern Written Arabic-এ তাওবা শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে-

to repent- অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, দুঃখ করা।
to penitent- অনুতপ্ত হওয়া, কৃত পাপের জন্য অনুতাপী হওয়া।
to penance- কৃত পাপের জন্য স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করা।
to contrite- পাপের দরুন মর্মপীড়া অনুভব করা, অনুশোচনা করা।
forgive- ক্ষমা করা, মার্জনা করা, উপেক্ষা করা।
to turn from (sin)- পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করা।
be converted from- অসৎ পথ থেকে সৎ পথে আসা।
to restore to His grace- প্রভুর দয়া ও ক্ষমার পথে পুনরায় ফিরে আসা।
to turn to God with repentance- অনুশোচনা নিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

তাওবার বিধান রাখার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করে সেই ব্যক্তি বা সত্তা যার কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই তথা পাগল। মহান আল্লাহ হলেন বিশ্বসমূহের সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সত্তা। তাওবা নামক আমলটি প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তাই এর পেছনেও আল্লাহ তা'য়ালার নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। আমরা এখন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাওবার বিধান রাখার উদ্দেশ্যটি জানার চেষ্টা করবো।

আল-কুরআন
তথ্য-১.১

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

অনুবাদ : তোমরা সর্বোত্তম উম্মাত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে, তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে উম্মাত (أُمَّة) শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি হলো বিভিন্ন সৃষ্টিগত জাতি। যেমন-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ

অনুবাদ : আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই যারা তোমাদের মতো একটি উম্মাত (সৃষ্টিগত জাতি) নয়।

(সুরা আল-আন'আম/৬ : ৩৮)

তাই, আয়াতখানির অংশভিত্তিক শিক্ষা হলো-

'তোমরা সর্বোত্তম উম্মাত' ***অংশের শিক্ষা-*** মানুষ হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগত জাতি (আশরাফুল মাখলুকাত)।

'তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে' ***অংশের শিক্ষা-*** মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

'তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে' ***অংশের শিক্ষা-*** মানুষকে জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলো থেকে দূরে থাকা ও প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করতে হবে।

'আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে' ***অংশের শিক্ষা-*** ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির অর্থ হবে- আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও তা বিশ্বাস করা। আল্লাহ সম্পর্কে জানার একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির সর্বাধিক সঠিক অর্থ হবে- কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে সবাইকে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন হলো- জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার সাথে কেন কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে বিশ্বাস করার কথাটিকে যুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো-

ন্যায় ও অন্যায় কাজ কোনগুলো তা আল্লাহ প্রথমে রুহের জগতে সাক্ষ্য ও ক্লাস নিয়ে প্রত্যেক রুহকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ তথ্যটি জানা যায় সুরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াত থেকে। জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ উৎসটি শিক্ষা ও পরিবেশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এ তথ্যটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সুরা আশ্ শামসের ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে।

কিন্তু-

১. আল কুরআনে ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর তালিকা নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। তাই, মানুষকে তার জন্মগতভাবে জানা ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোকে কুরআনের আলোকে যাচাই করে সেগুলোর **নির্ভুলতা ও পরিপূর্ণতা** সম্পর্কে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

২. ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর মৌলিক বাস্তবায়ন পদ্ধতিও আল কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

৩. আবার ঐ ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যোগ্য মানুষ তৈরির প্রোগ্রামও কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে।

ঐ ধরনের যোগ্য মানুষ ছাড়া কেউ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে তা সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। তা হবে- ব্যক্তি, পরিবার, দল বা নিজ (ভৌগলিক জাতির) স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

তাই, এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়-

১. মানুষ হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।

২. মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো- মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

৩. সে কল্যাণের উপায় হলো- মানুষের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা।

৪. ঐ কাজসহ সকল কাজ করার সময় কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে।

অর্থাৎ আয়াতখানি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো- মানুষের কল্যাণ করা। আর সে কল্যাণ করতে হবে (জন্মগতভাবে জানা) ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করার মাধ্যমে। আর জীবনের অন্য বিভাগসমূহের কাজ ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যকার সম্পর্কের প্রবাহচিত্র নিম্নরূপ-

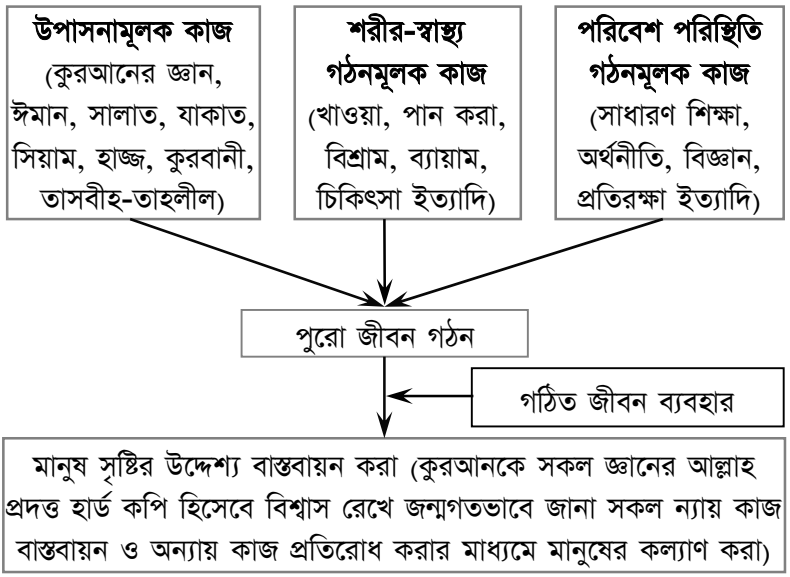

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- তাওবাসহ মানব জীবনের সকল কাজের উদ্দেশ্য হলো কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ করা।

তথ্য-১.২

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

অনুবাদ : যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?

(সুরা মূলক/৬৭ : ২)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মৃত্যু ও জীবন তথা মানুষকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে কর্মের মাধ্যমে কে উত্তম ও কে উত্তম নয়

(অধম) তা পরীক্ষা করার জন্য। অর্থাৎ কে মানব কল্যাণমূলক কাজ অধিক করে এবং কে তা করে না বা তার বিপরীত কাজ করে সেটি পর্যালোচনা করে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার জন্য। তাই, এ আয়াতখানি থেকেও জানা যায়, **তাওবাসহ** মানব জীবনের সকল কাজের উদ্দেশ্য হলো কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কল্যাণ করা।

তথ্য-১.৩

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.

অনুবাদ : তারা কি (ঈমান আনার ব্যাপারে) শুধু অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি **অথবা** ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোনো নেকী অর্জন করেনি (সৎকাজ করার মাধ্যমে)। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(সুরা আল-আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়- ঈমান আনার পর ঈমানের দাবি অনুযায়ী সৎকাজ তথা মানব কল্যাণমূলক কাজ না করে মৃত্যুবরণ করলে সে ঈমানের কোনো মূল্য পাওয়া যাবে না।

তথ্য-১.৪

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অনুবাদ : কালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

(সুরা আল আসর / ১০৪ : ১-৪)

ব্যাখ্যা : সুরাটি থেকে জানা যায়- ঈমানের দাবি অনুযায়ী সৎকাজ না করলে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে।

তথ্য-১.৫

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ .

অনুবাদ : পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন, তাকে দুনিয়ায় শান্তিময় জীবনযাপন করাবো এবং (পরকালে) তার উত্তম কাজের জন্যে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৯৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি অনুযায়ী সৎ/ন্যায় কাজ ও ঈমান একসাথে থাকলেই শুধু দুনিয়ায় শান্তিময় জীবনযাপন এবং (পরকালে) প্রাপ্য পুরস্কার পাওয়া যাবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়- মানুষ তথা **তাওবাসহ** মানুষের জীবনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে শান্তিময় করা।

তথ্য- ২

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

অনুবাদ : আল্লাহ তোমাদের থেকে (গুনাহর) বোঝা কমাতে চান। কেননা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(সুরা নিসা/৪ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ প্রথমে মানুষের জন্য এক বিরাট সুসংবাদ দিয়েছেন। সুসংবাদটি হলো- তিনি মানুষের ভুল বা গুনাহর বোঝাকে কমাতে চান। বাড়াতে চান না। এখান থেকে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা চান মানুষ-

১. ভুল বা গুনাহ কম করে দুনিয়ায় সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে জীবন পরিচালনা করুক।
২. গুনাহ বা কমপক্ষে বড়ো গুনাহ মুক্ত অবস্থায় পরকালে গিয়ে চিরকালের জন্য জান্নাত লাভ করুক।

আর এ লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন তার প্রধান ৫টি হলো-

১. প্রথমে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে এবং পরে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সকল মানব ভ্রুণকে ইলহামের মাধ্যমে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত উৎস (Common sense) দিয়েছেন।
২. জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করার জন্য যুগে যুগে জীবন সম্পর্কিত সকল মৌলিক ও নির্ভুল জ্ঞান ও তার ব্যাখ্যা ধারণকারী পথনির্দিশিকা (কিতাব) পাঠিয়েছেন। ঐ কিতাবের শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।
৩. কিতাবের বিষয়গুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেনে। শেষ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ (স.)।
৪. মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করার জন্য যতো জিনিস প্রয়োজন তা আল্লাহ মহাবিশ্বে সৃষ্টি করে রেখেছেন।
৫. না জেনে বা জেনে করা অপরাধ (গুনাহ) মাফ করার জন্য তাওবা নামক এক অপূর্ব আমলের ব্যবস্থা করেছেন।

এরপর যে কারণে মহান আল্লাহ মানুষের ভুল বা গুনাহর বোঝাকে কমাতে বা হাল্কা করতে চেয়েছেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- তিনি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। এ কথা দিয়ে মানুষের শারীরিক গঠনের দুর্বলতার কথা বলা হয়নি। কারণ, সুরা ত্বীনের ৪ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম (শারীরিক) গঠনে।
(সুরা ত্বীন/৯৫ : ৪)

তাই, 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো-

১. যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) সে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয় মানুষের জীবনে উপস্থিত থাকা। বিষয়গুলোর কায়েকটি হলো- জ্ঞানের অভাব, লোভ, লালসা, হিংসা, গর্ব ইত্যাদি।

২. মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য ভীষণ শক্তিশালী ষড়যন্ত্র/ তথ্যসন্ত্রাসকারী ইবলিসকে মানুষের পেছনে লাগিয়ে রাখা। এ তথ্যটি কুরআন থেকে জানা যায় নিম্নোক্তভাবে-

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ . إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো, হে আমার রব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন- তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

(সুরা হিজর/১৫ : ৩৬, ৩৭, ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল তথ্য থেকে জানা যায়- তাওবা নামক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যক্তি মানুষকেও ক্ষমা করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দিতে চান।

তথ্য- ৩.১

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ

অনুবাদ : যিনি পাপ ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা (এবং) শক্তিশালী।

(সুরা মু'মিন/৪০ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানিসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মহান আল্লাহ একদিকে ক্ষমাকারী ও তাওবা কবুলকারী এবং অন্যদিকে কঠোর শাস্তিদাতা।

তথ্য- ৩.২

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর দণ্ডবিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোনো প্রকার মমতা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(সুরা নূর/২৪ : ২)

তথ্য- ৩.২

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অনুবাদ : পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ আয়াতগুলোসহ আরও আয়াত থেকে জানা যায়- কুরআন তথা ইসলাম অপরাধীকে শাস্তি দিতে বলেছে প্রকাশ্যে এবং শাস্তি হবে দৃষ্টান্ত **তথা** শিক্ষামূলক। আর শাস্তি দেওয়ার সময় অপরাধীর প্রতি দয়া দেখাতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের প্রতি অসীম দয়ালু বলে কুরআনের বহু আয়াতে বলা হয়েছে। সেই আল্লাহর অপরাধীর প্রতি এতে কঠোর হওয়া থেকে কী জানা ও বোঝা যায়? অপরাধী ব্যক্তিকে জনসম্মুখে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে সমাজের অপরাধপ্রবণ মানুষগুলো অপরাধ করার সাহস পাবে না। ফলে সমাজ শান্তিময় হবে। এ থেকে সহজে বোঝা যায়- মহান আল্লাহ ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের চেয়ে মানব সমাজের কল্যাণ বেশি চান।

তথ্য- ৪

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অনুবাদ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি এটি যে- তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে বিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তবে, তোমাদের করতলগত হওয়ার আগে (ধরা পড়ার আগে) যারা ঐ সকল কাজ থেকে সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে (তাওবা করবে) তাদের জন্য (আখিরাতের) শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৩, ৩৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির প্রথমে- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের জন্য দুনিয়ায় হত্যা বা অন্য কঠিন শাস্তি এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতখানির শেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আখিরাতের শাস্তি সে সব ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে না যারা মুসলিমদের হাতে (পুলিশের হাতে) ধরা পড়ার আগে সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে তথা সত্যিকারভাবে তাওবা করবে।

প্রশ্ন হলো- ঐ ধরনের অপরাধীরা যদি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্যও হয়, তবে বিচার করে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং দণ্ড কার্যকর করতে স্বাভাবিকভাবে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। এই সময়ে অর্থাৎ ধরা পড়ার পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তি তাওবা করলে সে তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ কী? প্রকৃত কারণটি কারো বুঝে না আসলেও চোখ বন্ধ করে ধরে নিতে হবে- আল্লাহ যে বিধান করেছেন তাতে অবশ্যই মানব সভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো- তাওবা করলেও আটক অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে ন্যায় কাজ করে মানব সমাজকে কল্যাণময় করার মতো সুযোগ বা অবস্থা ঐ ব্যক্তির আর না থাকা। তাই, এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, তাওবার প্রধান উদ্দেশ্য তাওবকারী ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে অব্যহতি দেওয়া নয়। বরং তাওবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সৎ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে মানব সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি বৃদ্ধি করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ অধ্যায়ের আয়াতসমূহের বক্তব্য সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে- মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি ও মানুষের জীবন বিষয়ক যত বিধি-বিধান কুরআন তথা ইসলামে আছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজকে কল্যাণময় করা। আর ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলো এমন হতে হবে যেন তার চূড়ান্ত ফল হয় মানব সমাজের কল্যাণ।

তাই, অধ্যায়ের আয়াতসমূহসহ আরও আয়াতের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাওবা নামক আমলের-

- প্রথম উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজের কল্যাণ।
- দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ।

তাওবার উদ্দেশ্য জানা ও মানার সাথে তাওবা কবুল হওয়ার সম্পর্ক

তাওবা নামক আমলটি মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্য প্রণয়ন করেছেন তা আমরা ওপরে জেনেছি। এখন আমরা তাওবার উদ্দেশ্য জানা ও মানার সাথে তাওবা কবুল হওয়ার সম্পর্কের বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোক জানার চেষ্টা করবো।

Common sense

বিষয়টি দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায়-

দৃষ্টিকোণ-১

- **কল্যাণ পাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

কোনো বিষয় পালন করে কল্যাণ পেতে হলে বিষয়টি যে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তা পালন করতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক- রেডিও। রেডিও থেকে কল্যাণ পেতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে- রেডিওটা কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তারপর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেডিওটা ব্যবহার করতে হবে। রেডিও বানানোর উদ্দেশ্যে হলো- মানুষ এর মাধ্যমে বিভিন্ন রেডিও সেন্টারের অনুষ্ঠান শুনবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে। কেউ যদি রেডিওকে তার প্রস্তুতকারকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার না করে দেখার বস্তু হিসেবে ঘরের কোণে রেখে দেয়, তাহলে রেডিও দিয়ে তার কোনো কল্যাণ হবে না।

তাওবা নামক আমলটিও আল্লাহ তা'য়ালা প্রণয়ন করেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই, মানুষ যদি তাওবার কল্যাণ পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার সেই উদ্দেশ্যকে প্রথমে জানতে হবে। তারপর সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তাওবা নামক আমলটি পালন করতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

- **ভুল ধরতে পারার দৃষ্টিকোণ**

কোনো বিষয় প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যটি জানা থাকলে কোনটি ঐ বিষয়ের ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরা যায়। সে ধরার উপায় হলো- যা কিছু বিষয়টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা ঐ বিষয়ের ব্যাপারে ভুল তথ্য।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কলমকে ধরা যায়। কলম তৈরির উদ্দেশ্য হলো লেখা। যদি কেউ বলে- কলম ব্যবহারের একটি নিয়ম হলো লেখার সময় নিবটি ওপরের দিকে ধরে রাখা, তবে যার কলম তৈরির উদ্দেশ্যটা জানা আছে সে সহজেই বলতে পারবে যে, এটি কলম ব্যবহারের বিষয়ে একটি ভুল কথা। কারণ নিব ওপরের দিকে থাকলে কলম তৈরির উদ্দেশ্য তথা লেখার কাজটি সাধন হবে না। অন্যকথায়, এটি কলম তৈরির উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী একটি কথা।

তাই, তাওবা নামক আমলটি প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য জানা থাকলে, কোনটি তাওবার ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরে ফেলা যায়। সে ধরার উপায় হবে- যে বিষয় তাওবা নামক আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা তাওবার ব্যাপারে ভুল বিষয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ .

অনুবাদ : আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটি কাফির লোকদের ধারণা। সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির মাধ্যমে যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো-

- মহাকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে থাকা সকল কিছু অর্থাৎ মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাওবা ইত্যাদির প্রত্যেকটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহ তা'য়ালার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।
- যারা মনে করে, ঐ সবের কোনো একটিও মহান আল্লাহ্ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন এবং ফলস্বরূপ তা এমনভাবে ব্যবহার বা পালন করে যে আল্লাহর নির্ধারণ করা উদ্দেশ্যটি সাধন হচ্ছে না, তারা কাফির লোক।
- পরকালে ঐ কাফিরদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- যে উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ তাওবা নামক আমলটি প্রণয়ন করেছেন তা সকলকে জানতে ও মনে রাখতে হবে। আর তাওবা নামক আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় তাওবা কবুল হবে না। ফলে (আমলনামায় কবীরা গুনাহ থেকে যাওয়ার কারণে) পরকালে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

অনুবাদ : নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং দিন রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন (শিক্ষণীয় বিষয়) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক'র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে। (আর বলে) হে আমাদের রব! আপনি একে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র। অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির 'হে আমাদের রব! আপনি মহাবিশ্ব ও এর মধ্যকার কোনো কিছু বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। বিনা উদ্দেশ্যে কোনো কিছু সৃষ্টি করার ত্রুটি থেকে আপনি মুক্ত'- এ তথ্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা কোনো কিছু অর্থাৎ মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাওবা ইত্যাদির কোনটি আল্লাহ তা'য়ালা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেননি।

আর আয়াতখানির শেষে থাকা 'অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন' কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- যারা ধারণা করে মহাবিশ্ব বা এতে উপস্থিত থাকা কোনো একটি জিনিস/বিষয় আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি/প্রণয়ন করেছেন এবং সে ধারণা অনুযায়ী জিনিস/বিষয়টিকে এমনভাবে ব্যবহার/পালন করে যে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি কখনও অর্জিত হবে না, তাদের পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- যে উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ তাওবা নামক আমলটি প্রণয়ন করেছেন তা সকলকে জানতে ও মনে রাখতে হবে। আর তাওবা নামক আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় তাওবা কবুল হবে না। ফলে (আমলনামায় কবীরা গুনাহ থেকে যাওয়ায়) পরকালে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : ইতোমধ্যে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে আমরা জেনেছি, তাওবা নামক আমলের-

- প্রথম উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজের কল্যাণ।
- দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ।

তাই, আলোচ্য আয়াত তিনখানির ভিত্তিতে বলা যায়- তাওবা নামক আমলের উল্লিখিত উদ্দেশ্য সকলকে জানতে ও মনে রাখতে হবে। আর তাওবা নামক আমলটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কি না বা হবে কি না তা সর্বোক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় তাওবা কবুল হবে না। ফলে (আমলনামায় কবীরা গুনাহ থেকে যাওয়ায়) পরকালে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

আল হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ..... عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-* উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- নিয়াতের (উদ্দেশ্যের) ওপরই সকল কাজ নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে (যে উদ্দেশ্যে সে করে)। তাই, যে ব্যক্তি হিজরাত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়াতে (সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে), তার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই হয়। আর যে ব্যক্তি হিজরাত করে দুনিয়া লাভ বা কোনো

নারীকে বিবাহ করার নিয়াতে (উদ্দেশ্যে), তার হিজরাত ঐ জন্যে হবে যার নিয়াতে (উদ্দেশ্যে) সে হিজরাত করেছে।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫০৩৬।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) প্রথমে বলেছেন সকল কাজ তথা সকল কাজের ফল উদ্দেশ্যর ওপর নির্ভর করে। এরপর একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাই হাদীসখানির আলোকে সহজে বলা যায়- আল্লাহ কী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাওবা নামক আমলটি প্রণয়ন করেছেন তা জানা এবং সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাওবা নামক আমলটি পালন করলে তার ফল দুনিয়া ও পরকালে ভালো হবে। অন্যথায় নয়। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে এবং পরকালে জান্নাত মিলবে। অন্যথায় নয়।

মানব জাতির করা প্রথম তাওবা এবং তা থেকে শিক্ষা

আল কুরআনের যে অপূর্ব জীবন্তিকার কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে তাওবার বিষয়টিও ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লিখিতি আছে। জীবন্তিকার সে সংলাপ থেকে তাওবা সম্পর্কে যা জানা যায়-

আদম ও হাওয়া (আ.)-এর কথা

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

অনুবাদ : তারা (উভয়ে) বললো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের (আত্মার) প্রতি জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের (কবীরাগুনাহগারদের) অন্তর্ভুক্ত হবো।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আদম ও হাওয়া (আ.) ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকা কবলিত হয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পেলেন তাদের ঢাকা থাকা সতর আলগা হয়ে গেছে। ঐ ইঙ্গিত দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন ভুল হয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আর ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলো তাঁরা বলেছেন, তার মাধ্যমে তাওবার নীতিমালা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাফ চাওয়ার জন্য মানব জাতির আদি পিতা ও মাতা **প্রথমে** বলেছেন তাঁরা আত্মার প্রতি জুলুম/অত্যাচার করেছেন। এ কথার অর্থ হলো- তাদের মন তথা মনে থাকা Common sense, আল্লাহর স্পষ্ট আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকা কবলিত হয়ে মনের রায়কে অগ্রাহ্য করে তথা আত্মাকে (মন) কষ্ট দিয়ে তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছে। তাই, তাদের মনে এখন প্রচণ্ড অনুশোচনা।

তারপর মানব জাতির আদি পিতা ও মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন- যদি তিনি তাঁদেরকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তো তারা দুজনে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ করার দায়ে দোষী হবেন। তাই তাঁরা অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অনুবাদ : তারপর আদম তার রবের কাছ থেকে (ক্ষমা প্রার্থনার) কয়েকটি বাক্য লাভ করলো (এবং তার মাধ্যমে তাওবা করলো), তখন তিনি তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.)-কে তাওবা করার জন্য কিছু বাক্য জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে বাক্যের মাধ্যমে তাঁরা উভয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ঐ বাক্য এখানে উল্লেখ না থাকলেও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা উল্লিখিত আছে।

তাই, এ দু'খানি আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে মানব জাতিকে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস, ষড়যন্ত্র বা ধোঁকা কবলিত হয়ে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে (Common sense-কে অগ্রাহ্য করে) বা খুশি মনে গুনাহ করার পর, মনে অনুশোচনা সহকারে তাওবা (এবং ভবিষ্যতে কোন ধরনের গুনাহ না করার অঙ্গীকার) করলে আল্লাহ তা'য়ালা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

তাওবা সম্পর্কিত আল কুরআনের অন্য কিছু আয়াতের বক্তব্য

তথ্য-১

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا . وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ج و مَنْ يَّفْعَلْ ذالِكَ يَلْقَ اَثَامًا . يُّضعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْه مُهَانًا . اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنتٍ ط وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

অনুবাদ : (৬৭) আর যখন তারা (মু'মিনগণ) ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। (৬৮) আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। (৭০) সে ছাড়া যে **তাওবা** করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা ফোরকান/২৫ : ৬৭-৭০)

ব্যাখ্যা: ৬৭ ও ৬৮ নম্বর আয়াতে মু'মিনদের ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে ৬টি গুণ হলো-

১. অপব্যয় না করা।
২. কৃপণতা না করা।
৩. অপব্যয় ও কৃপণতার মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা।
৪. আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে না ডাকা, অর্থাৎ শিরক না করা।
৫. ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা না করা।
৬. ব্যভিচার না করা।

৬৮ নম্বর আয়াতের শেষাংশ এবং ৬৯ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে জানানো হয়েছে- যারা ঐ ৬টি কবীরা গুনাহ করবে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

৭০ নম্বর আয়াতে জানানো হয়েছে- যারা উল্লিখিত ৬টি কবীরা গুনাহর এক বা একাধিকটি করার পর খালিস নিয়তে তাওবা করবে, ঈমান আরও দৃঢ় করে নেবে এবং সৎকাজ করবে তথা আর গুনাহ করবে না, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে নেকী দিয়ে পরিবর্তন করে দেবেন। অর্থাৎ যথাযথভাবে তাওবা করলে গুনাহ শুধু মাফই হয় না, নেকীতে পরিণত হয়ে যায়।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য যে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়াদি ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে (কুরআনে) তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও যারা তা গোপন করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয় আর (যা গোপন করেছিলো তা) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, আমি তাদের তাওবা কবুল করবো। আর আমি অতীব তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(সুরা বাকারা/১ : ১৫৯, ১৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দু'খানি থেকে জানা যায়- গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওবা করা এবং নিজেকে সংশোধন করে নেওয়া তথা আর গুনাহ না করা শর্ত।

তথ্য-৩

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.

অনুবাদ : (৬৪) আর (কাফির ও মুশরিকদের) বলা হবে- তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাকো, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদের

ডাকে সাড়া দেবে না এবং এরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। হায়! এরা যদি সঠিক পথ অবলম্বন করতো! (৬৫) আর সেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন- তোমরা রাসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে? (৬৬) কিন্তু সেদিন সকল সংবাদ তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি **তাওবা** করেছিলো, ঈমান এনেছিলো এবং সৎকাজ করেছিলো, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(সুরা কাসাস/২৮ : ৬৪-৬৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত ক'খানি থেকে জানা যায়- কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ (সৎকাজ) করবে তাদেরকে মাফ করে দিয়ে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

তথ্য-৪

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

অনুবাদ : কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা। কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে (তার দণ্ড হচ্ছে) একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা এবং তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা, তবে তারা (নিহতের পরিবার) মাফ করে দিলে ভিন্ন কথা। আর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের লোক হয় এবং মু'মিন হয়, তাহলে (দণ্ড হচ্ছে) একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে (দণ্ড হচ্ছে) তার পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করা এবং একজন ঘাড় আটকানো মু'মিনকে মুক্ত করা। আর যদি সে (ঘাড় আটকানো মু'মিন) না পায় তাহলে তাকে একটানা দু'মাস রোজা পালন করতে হবে। **এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা তাওবার একটি পদ্ধতি।** আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(সুরা নিসা/৪ : ৯২)

ব্যাখ্যা : বেঁচে থাকার হক হলো সবচেয়ে বড়ো বান্দার হক। আয়াতখানিতে প্রথমে ভুল করে একজন মু'মিনকে হত্য করা হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতখানির শেষে ক্ষতিপূরণ দেওয়াকে তাওবার একটি পদ্ধতি বলা হয়েছে।

তথ্য-৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো, নসিহত/বিধি মোতাবেক হওয়া তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ নবীকে এবং তার মু'মিন সঙ্গীদেরকে লজ্জিত করবেন না।

(সুরা তাহরীম/৬৬ : ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত ক'খানি থেকে জানা যায়- তাওবা করতে হবে নসিহত তথা বিধি মোতাবেক। অর্থাৎ কুরআন তাওবার যে বিধি-বিধান দিয়েছে সে বিধি-বিধান অনুসরণ করে তাওবা করতে হবে। বিধি-বিধানসমূহ ওপরে আলোচিত হয়েছে। তবে ঐ বিধি-বিধানের মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি হলো তাওবা কবুলের শেষ সময়। পরে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। তওবার এ বিধানটি সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজে চালু আছে।

কুরআন থেকে তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় জানার নীতিমালা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর ভিত্তিতে কুরআনের জ্ঞান অর্জন বা কুরআন ব্যাখ্যার যে মূলনীতিসমূহ উদ্‌ঘাটন করেছে তা হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা।
৮. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান রাখা।
৯. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়।

তাই, কুরআন পর্যালোচনা করে তাওবা কবুল হওযার শেষ সময় জানতে হলে- তাওবার সম্পর্কিত পূর্বে উল্লিখিত ও পরে আসা সকল আয়াতের বক্তব্যকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর ঐ পর্যালোচনার সময় সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে ১ নম্বর নীতিটির প্রতি। অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি বা সিদ্ধান্তসমূহ কোনো আয়াতের বিরোধী হবে না। সকল আয়াতের সম্পূরক হবে।

তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময়

Common sense

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে তাওবা নামক আমলের-

- **প্রথম** উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজের কল্যাণ।
- **দ্বিতীয়** উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ।

তাই, Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হবে মৃত্যু ঘটার পূর্বের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ উপস্থিত আছে যে- সামনে উপস্থিত হওয়া একটি গুনাহ তথা অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তাওবা কবুলের শেষ সময় এটি হলে যে বিষয়সমূহ ঘটবে তা হলো-

১. মানুষকে তাওবা করার পর সামনে আর গুনাহ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপর গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রেখে

জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, যেকোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু উপস্থিত হতে পারে। তখন আর তাওবা কবুল হবে না। সকল মুসলিম এ নীতি অনুসরণ করলে মুসলিম দেশগুলো সুখ, শান্তি এবং প্রগতিতে পূর্ণ থাকবে।

২. যেহেতু মুসলিম ব্যক্তি তাওবা করে সকল বা অন্ততপক্ষে কবীরা (বড়ো) গুনাহ মাফ করে নিয়ে পরকালে যাবে, তাই সে প্রথম থেকে জান্নাতে চলে যাবে। ফলে আল্লাহর চাওয়া সফল হবে। আর ইবলিসের চাওয়া ব্যর্থ হবে।

তাওবা কবুলের শেষ সময়ের পরের সময় হলো এমন সময় যখন ব্যক্তির গুনাহ/অপরাধ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি নেই। এ সময়ে তাওবা করলে তা কবুল হওয়ার কথা নয়। কারণ-

১. ঐ ব্যক্তি তাওবার অপূর্ব সুযোগটি না নিয়ে সারা জীবন অনেক বড়ো বড়ো অপরাধ করে মানব সমাজের সুখ, শান্তি বিনষ্ট করেছে। অর্থাৎ আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ করেছে।

২. ব্যক্তিকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। ফলে আল্লাহর চাওয়া ব্যর্থ হবে। আর ইবলিসের চাওয়া সফল হবে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- তাওবা কবুলের শেষ সময় হবে মৃত্যু আসার বা ঘটার পূর্বের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এতোটা পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সামনে আসা গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অনুবাদ : আল্লাহর কাছে তাওবা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা জাহালত বশত গুনাহ/নিষিদ্ধ কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় যারা গুনাহর কাজ করে যেতে থাকে যতোক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে- আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি) প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা আন-নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা : জাহালাত কথাটির অর্থ হলো- জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে গুরুত্ব না দেওয়া। তাই এ আয়াতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা হয়েছে- যারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের সময় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে গুনাহর কাজ করেছে তারা যদি সাথে সাথে তাওবা করে তবে মহান আল্লাহ তাদের (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

এরপর ১৮ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে- দু'ধরনের ব্যক্তিদের তাওবা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা হলো-

১. যে মু'মিন ব্যক্তিরা মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা করবে।
২. যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকবে।

তাহলে এ আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে-

১. মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে করতে হবে।
২. কাফির ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে ঈমান অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আনতে হবে।

১৭ নম্বর আয়াতে যারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের সময় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে গুনাহ করে তাদের কথা বলা হয়েছে। তাই, ১৮ নম্বর আয়াতে Common sense-কে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- তাওবা

কবুল হতে হলে সে তাওবা মৃত্যুর কতটুকু সময় পূর্বে করতে হবে বা করা যৌক্তিক হবে। Common sense অনুযায়ী সে সময় হবে মৃত্যু আসার বা ঘটার পূর্বের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এ পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/ অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

সুরা নিসার ১৭ নম্বর আয়াতের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যা: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সুরা নিসার ১৭ নম্বর আয়াতের مِن قَرِيبٍ **'অনতিবিলম্বে'** বলতে মালাকুল মউত তথা আজরাইলকে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বুঝিয়েছেন।

(তাফসীরে ইবন কাছীর, খ. পৃষ্ঠা নম্বর ২৩৭)।

তাই, সুরা নিসার ১৭ নম্বর আয়াতের আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর করা ব্যাখ্যা অনুযায়ীও তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হবে- মৃত্যু আসা বা ঘটার পূর্বের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এতো পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-২

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. وَأَنِيْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ.

অনুবাদ : (হে নবী) বলে দাও- হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছো, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর (এ ক্ষমা পেতে হলে) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে (পরিপূর্ণরূপে) আত্মসমর্পণ করো তোমাদের কাছে আজাবটি (মৃত্যু) আসার পূর্বে, যখন তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না।

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৫৩, ৫৪)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে নিজ আত্মার ওপর জুলুম করা বান্দাদের বুঝাতে আল্লাহ গুনাহগার মু'মিন বান্দাদের বুঝিয়েছেন। কারণ, তারা কোন গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হলে মনে অনুশোচনা বা দুঃখ নিয়ে তথা মনের ওপর জুলুম করে তা করে। ৫৩ নম্বর আয়াতখানিতে আল্লাহ গুনাহগার মুমিনদের তাঁর গুনাহ মাফের রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের করা সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

আর ৫৪ নম্বর আয়াতে দয়ালু আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন- তাঁর ঐ ক্ষমা পেতে হলে মু'মিনদেরকে মৃত্যুর পূর্বে খালিস নিয়াতে তাওবা করে আমলনামায় থাকা সকল কবীরাহ গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে এসে জীবন পরিচালনা করতে হবে। সবশেষে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন আজাব তথা মৃত্যু বা অন্য কোন আজাব এসে গেলে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে তাদেরকে আর ছাড় দেওয়া হবে না।

তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়- তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসা বা ঘটার অন্তত এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ উপস্থিত আছে যে- সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-৩

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ

অনুবাদ : তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে- তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু, আজাব, কিয়ামত) আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) সৎকাজ (নেক আমল) করেনি।

(সূরা আল-আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানি থেকে জানা যায়- কাফির ব্যক্তি মৃত্যু এসে গেলে ঈমান আনলে সে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হতে হলে কাফির ব্যক্তির ঈমান আনতে হবে মৃত্যু আসার পূর্বে। তাহলে ওপরে উল্লিখিত সুরা নিসার ১৮ নম্বর আয়াতের সাথে মিল রেখে এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়- মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই করতে হবে মৃত্যু আসার পূর্বে।

তথ্য-৪

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.

অনুবাদ : আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী শত্রুতা ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগলো তখন বললো- আমি এটিতে ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যার ওপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এখন (ঈমান আনলে)! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অমান্য করেছো এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তাই আজ আমরা তোমার দেহটি সংরক্ষণ করবো যাতে তা তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমাদের আয়াত সম্পর্কে অবশ্যই গাফিল/উদাসীন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ৯০- ৯২)

ব্যাখ্যা: আয়াত ক'খানির প্রথম অংশ থেকে জানা যায়- কাফির ফিরাউন পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়। কিন্তু আল্লাহ তার সে ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই, ওপরে উল্লিখিত সুরা নিসার ১৮ নম্বর আয়াতের সাথে মিল রেখে আয়াতখানির এ অংশের ভিত্তিতে বলা যায়-

১. কাফির ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে ঈমান অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আনতে হবে।
২. মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে করতে হবে।

আয়াত ক'খানির শেষ অংশের বক্তব্য হলো- 'আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেকেই আমাদের আয়াত সম্পর্কে অবশ্যই গাফিল (উদাসীন)'। গাফিল হলো সে ব্যক্তি যে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালায় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে কম গুরুত্ব দেয়।

এ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়- আলোচ্য ও অন্য আয়াতের ভিত্তিতে তাওবা সম্পর্কিত বিধি-বিধান বের করতে হলে অবশ্যই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। তাই, Common sense-কে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা মৃত্যুর কতটুকু সময় পূর্বে করতে হবে বা করা যৌক্তিক হবে। Common sense অনুযায়ী সে সময় হবে মৃত্যু আসার বা ঘটার পূর্বের এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এ পরিমাণ উপস্থিত আছে যে- সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-৫

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

অনুবাদ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি এটি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে বিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তবে, তোমাদের করতলগত হওয়ার আগে (ধরা পড়ার আগে) যারা ঐ সকল কাজ থেকে সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে (তাওবা করবে) তাদের জন্য ঐ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৩, ৩৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতখানির প্রথমে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের জন্য দুনিয়ায় হত্যা বা অন্য কঠিন শাস্তি এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতখানির শেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, (আখিরাতের) ঐ শাস্তি সে সব ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে না যারা মুসলিমদের হাতে (পুলিশের হাতে) ধরা পড়ার আগে সত্যিকারভাবে ফিরে আসবে তথা সত্যিকারভাবে তাওবা করে।

প্রশ্ন হলো- ঐ ধরনের অপরাধীরা যদি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্যও হয় তাবে বিচার করে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এবং দণ্ড কার্যকর করতে স্বাভাবিকভাবে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। এই সময়ে অর্থাৎ ধরা পড়ার পর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তি তাওবা করলে সে তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ কী? এটি মুসলিম জাতিকে আজ ভালো করে বুঝে নিতে হবে। আর প্রকৃত বিষয় কারো বুঝে না আসলেও চোখ বন্ধ করে ধরে নিতে হবে- আল্লাহ যে বিধান করেছেন তাতে অবশ্যই মানব সভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ আছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো- তাওবা করলেও আটক অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে ন্যায় কাজ করে মানব সমাজকে কল্যাণময় করার মতো সুযোগ বা অবস্থা ঐ ব্যক্তির আর না থাকা। তাই, এ আয়াত থেকে বোঝা যায়- তাওবার প্রধান উদ্দেশ্য তাওবাকারী ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে অব্যহতি দেওয়া নয়। বরং তাওবার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সৎ মানুষের সংখ্যা বাড়িয়ে মানব সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি বৃদ্ধি করা।

মৃত্যু হলো আল্লাহর হাতে ধরা পড়া। তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়- তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার পূর্বে। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার অন্তত এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ উপস্থিত আছে যে- সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

তথ্য-৬

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ : বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকবে, তারা জাহান্নামী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(সুরা বাকারা/২ : ৮১)

ব্যাখ্যা : গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকা কথাটির অর্থ হলো তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা। তাই, আয়াতখানির সরাসরি বক্তব্য হলো- যারা বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মারা যাবে তারা জাহান্নামী হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতখানির আলোকেও বলা যায়-

১. মু'মিন ব্যক্তির তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে করতে হবে।
২. কাফির ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে ঈমান অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে আনতে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এ পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সে চাইলে তার সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ..... عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِى وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلاَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَىَّ يَمْشِى أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুআইদ ইবন সা'ঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন- আমার প্রতি বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সাথে আছি। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, শূন্য মাঠে তোমাদের কেউ হারানো (সাওয়ারী) প্রাণী পাওয়ার পর যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার তাওবার কারণে এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হন। যদি কেউ এক বিঘত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি কেউ এক হাত সমান আমার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। যদি কেউ আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।

- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭১২৮।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসখানি থেকে সহজে জানা যায়- আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব নন। মাফ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। অর্থাৎ আল্লাহ চান, বান্দা তাওবা করে সৎ-ভাবে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে পৃথিবীকে শান্তিময় করুক।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ... ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুত তিরমিযী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ ইবন্ উমার (রা.) বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন 'গরগরা' আসার পূর্ব পর্যন্ত।

- সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং-৩৮৮০।
- হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

প্রচলিত ব্যাখ্যা : প্রচলিত সকল হাদীসগ্রন্থে হাদীসখানির 'গরগরা আসার পূর্ব পর্যন্ত' কথাটির অর্থ ধরা হয়েছে শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালিতে আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। আর হাদীসখানির এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম জানে, বিশ্বাস করে এবং মানে যে- মৃত্যু হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাওবা কবুল হয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মোটেই সঠিক নয়। এ ব্যাখ্যা মুসলিম জাতিকে তাদের জীবন ব্যবস্থার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল দিকে নিয়ে গিয়েছে। আর এর কারণে ব্যক্তি ও জাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো মৃত্যুর আগে মানুষের জ্ঞান যখন অর্ধেক বা পুরো লোপ পায় (Semi coma or Coma) তখন গলায় লালা জমে যায়। তাই, নিঃশ্বাস আসা যাওয়ার সময় গলায় গরগরা শব্দ হয়। গলায় এ শব্দ আসার পর মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি গলায় গরগরা শব্দের পর মেশিনের সাহায্যে মানুষকে কয়েক বছর বাঁচিয়ে রাখাও যেতে পারে। কিন্তু গলায় গরগরা শব্দ আসার পর, ভালো বা খারাপ কোন কাজ করার মতো জ্ঞান, বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের থাকে না।

তাই হাদীসখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় হলো মৃত্যুর পূর্বে গলায় গরগরা শব্দ আসার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এমন পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সে চাইলে সামনে আসা একটি গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

অনুবাদ : *আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-* আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তাওবা করে মহান আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

- ♦ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৯১১৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ (হাসান) এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে কথাটির অর্থ- কিয়ামত হওয়ার পূর্বে। আর কিয়ামত অর্থ- নির্ঘাত মৃত্যু। তাই, হাদীসখানির বক্তব্য হলো তাওবা কবুল হতে হলে সে তাওবা করতে হবে মৃত্যুর আসার পূর্বে।

তাওবা সম্পর্কিত সার্বিক তথ্য

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে তাওবা সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো নিশ্চিতভাবে বলা যায়-

১. তাওবা দয়াময় আল্লাহর প্রণয়ন করা মানুষের গুনাহ মাফ হওয়ার এক অপূর্ব উপায়।

২. তাওবার বিধান রাখার কারণ হলো মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল হওয়া। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের অভাব, লোভ, লালসা ইত্যাদি থাকা। অন্যদিকে মানুষকে গুনাহ করতে উৎসাহিত করার জন্য ইবলিসকে পেছনে লাগিয়ে রাখা।

৩. কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। আর মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহের ক্ষেত্রে হক ফেরত দেওয়ার পর তাওবা করতে হবে।

৪. তাওবা করতে হবে মনের গভীর অনুশোচনা সহকারে এবং সামনে আর কোনো গুনাহ/অন্যায় না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে।

৫. তাওবার একটি উদ্দেশ্য ব্যক্তির গুনাহ মাফ করা হলেও এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে সৎ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আর এর মাধ্যমে মানব সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি বাড়ানো।

৬. উত্তম হলো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তাওবা করা।

৭. তাওবার শেষ সময় হলো- মৃত্যুর আগে গলায় গরগরা শব্দ আসার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু আসা বা ঘটার পূর্বের এমন সময় পর্যন্ত যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি এতোটা পরিমাণ উপস্থিত আছে যে, সামনে আসা গুনাহ/অপরাধমূলক কাজ সে সহজে করতে পারে। কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

৮. তাওবার সময় সম্পর্কে সার্বিক কথা হলো- মু'মিনকে তাওবা করে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে ও মুক্ত থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। কারণ, মৃত্যু যেকোনো সময় এসে যেতে পারে। আর মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা কবুল হবে না।

শেষ কথা

পুস্তিকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে যেকোনো Common sense সম্পন্ন মানুষ বিষয়টি অতি সহজে বুঝতে পারবে যে- তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু নেই। এ কারণে তাওবা নামক অপূর্ব আমলটি সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না। ফলে অসংখ্য মুসলিম বড়ো বড়ো গুনাহ নিয়ে পরকালে চলে যাচ্ছে। আর এর চূড়ান্ত ফল যা হচ্ছে তা হলো-

১. মুসলিম দেশগুলো সুখময়, শান্তিময় ও প্রগতিশীল হতে পারছে না।
২. অমুসলিমরা ইসলামের ছায়াতলে আসতে ভয় পাচ্ছে।
৩. অসংখ্য মুসলিম স্থায়ীভাবে জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তথ্যসন্ত্রাস যে কতো মারাত্মক তা তাওবা কবুল হওয়ার প্রচলিত শেষ সময় থেকে অতিসহজে বলা যায়। আর এ তথ্যসন্ত্রাস চালু করা হয়েছে একটি হাসান হাদীসে থাকা 'গরগর' শব্দের কুরআন, হাদীস, Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

আসুন এ অবস্থা থেকে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানতাকে উদ্ধার করার জন্য আমরা সবাই বইটি পড়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করি। নিজের আমলের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আসি এবং অপরের কাছে বিষয়টির দাওয়াত পৌঁছে দেই।

নবী-রসূলগণ ভিন্ন কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমাদের লেখায় ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দিলে আপনার ঈমানী দায়িত্ব পালন করা হবে। আর আমার ঈমানী দায়িত্ব হবে সঠিক হলে তা গ্রহণ করা। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!

লেখকের বইসমূহ :

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common Sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দিয়ে কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান :

❑ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**

ইনসাফ বারাকাহ্ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ **দি বারাকাহ্ জেনারেল হাসপাতাল**

৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮

❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯

❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
মোবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫

❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২

❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০,
ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬

❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩

❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬

❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট,
নারায়নগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬

❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
মোবা : ০১৭২৮১১২২০০

- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল : ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ **প্রফেসর' স পাবলিকেশন' স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, স্টেশন** রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ। মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, সিলেট।
  মোবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

ব্যক্তিগত নোট

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....